ঋক বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থা আলোচনা করো। পরবর্তী বৈদিক যুগে এর কী পরিবর্তন হয়েছিল?

ভূমিকা :-
বৈদিক সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় নারীদের সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ঋক বৈদিক যুগ থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগে উত্তরণের সময় ভারতীয় সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক মর্যাদায় যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল, তা ইতিহাসের এক জটিল ও সংবেদনশীল অধ্যায়। নীচে এই দুই যুগের তুলনামূলক আলোচনা ও বিবর্তন বিস্তারিত-ভাবে তুলে ধরা হলো।

□ ঋক বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থা (আনুমানিক ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) :-
ঋক বৈদিক সমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীদের ওপর কোনো কঠোর বিধিনিষেধ ছিল না।

ⓚ শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ :-
ঋক বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। মেয়েদের উপনয়ন সংস্কার হত এবং তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে বেদাভ্যাস করতেন।

• ব্রহ্মবাদিনী :- যারা আজীবন ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বর সাধনায় লিপ্ত থাকতেন, তাদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হত।

• সদ্যোবধূ :- যারা বিয়ের আগে পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন

তাদের বলা হত 'ব্রহ্মবাদিনী'।

• বিখ্যাত বিদুষী নারী :- ঋকসংহিতা অন্তত 20 জন নারী মন্ত্রদ্রষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা এক. মন্যতম অন্যতমা। তারা কেবল কিন্নিতই ছিলেন না, বরং বৈদিক সূক্ত রচনায় অবতারি অংশগ্রহন করেছিলেন।

(ঘ) বিবাহও পারিবারিক জীবন :-

এক বৈদিক যুগে বিবাহ ছিল একটি পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রগতিশীল ধারা লক্ষ্য করা যায় —

• বিবাহের বয়স :- বাল্যবিবাহের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিনত হওয়ার পরেই তাদের বিয়ে দেওয়া হত।

• স্বামী নির্বাচন :- 'স্বয়ম্বর' প্রথার অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল, যেখানে নারীরা নিজেদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মত প্রকাশের সুযোগ পেতেন।

• একপত্নীত্ব :- সমাজে মূলত একপত্নীত্ব প্রচলিত ছিল যা নারীর মর্যাদাকে সুরক্ষিত রাখত।

• সহধর্মিনী :- স্ত্রীকে 'জায়া' বলা হত, যার অর্থ হল তিনি স্বামী বা গৃহের অর্ধাঙ্গিনী। যজ্ঞ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্ত্রীর উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। স্ত্রীকে ছাড়া কোনো ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন হতো না বলে তাকে 'পত্নী' (যিনি যজ্ঞের ফলভোগী) বলা হত।

Scanned with OKEN Scanner

(ঙ) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার :- তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীদের বর্ন্ধুর উপেক্ষিত ছিল না।

• সভা ও বিদথ :- ঋক বৈদিক যুগের খুবুত্বপূর্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'সভা' এবং 'বিদথ'-এ মহিলারা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করতেন, তারা বির্তক অংশ নিতেন এবং নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতেন।

• স্বাধীনতা :- পর্দা প্রথা বা অবরোধ প্রথার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, নারীরা উৎসব, মেলা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতেন।

(ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার :- যদিও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রধানত পুরুষদের হাতে ছিল, তবুও ঋক বৈদিক যুগে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি পরাধীন ছিলেন না। অবিবাহিত কন্যারা পিতার সম্পত্তির অংশ পেতেন এবং বিয়ের সময় প্রাপ্ত উপহার বা 'স্ত্রীধন'-এর উপর নারীর নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল।

■ পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন (আনুমানিক ১০০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) :- পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা এবং বর্ণপ্রথার প্রসারের সাথে সাথে নারীদের সামাজিক মর্যাদার অবনমন ঘটতে শুরু করে।

Scanned with OKEN Scanner

যে স্বাধীনতা ঋক্ বৈদিক যুগে ছিল, তা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসে।

ক) শিক্ষার অধিকার সংকোচন :- এই যুগে নারীদের উপনয়ন সংস্কার তথা বেদাভ্যাস ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারে পরিনত করা হয়। যদিও ব্রাহ্মী বা মৈত্রেয়ী-র মতো বিদুষী নারীর কথা জানা যায় যারা বৃহদারন্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা ছিলেন তৎকালীন সমাজের ব্যতিক্রমী উদাহরন মাত্র। সাধারন নারীদের জন্য শিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

খ) পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদায় অবনতি :-

- কন্যা সন্তানের জন্ম :- ঋক বৈদিক যুগে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই আশীর্বাদ মনে করা হতো। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে কন্যা সন্তানের জন্মকে দুঃখের কারন হিসাবে দেখা হতে থাকে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মন'-এ বলা হয়েছে- "কন্যা হলো দুঃখের আকর, আর পুত্র হলো পরিবারের রক্ষাকর্তা।"
- বাল্যবিবাহের সূচনা :- এই যুগে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে দেওয়া হয়। ঋতুমতী হওয়ার আগেই বিয়ের প্রচলন শুরু হতে থাকে।

Scanned with OKEN Scanner

বহুপত্নীত্ব:- রাজা পরিবার অথবা উচ্চবিত্ত সমাজে বহুপত্নীত্ব ব্যবসক অধিকার ধারন করে, যা নারীর পারিবারিক সম্মানকে ক্ষুন্ন করে।

(ঙ) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার হরন:-

- রাজনৈতিক বিচ্যুতি:- নারীদের আর 'সভা' বা 'সমিতি'তে প্রবেশের অধিকার রইল না। তাদের কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক জীবন থেকে সম্পূর্ন মুছে ফেলা হয়।
- ধর্মীয় পরাধীনতা:- যজ্ঞে স্ত্রীর উপস্থিতি আর আগের মতো অপরিহার্য আবশ্যক নয়। অনেক ক্ষেত্রে শূদ্রদের মতো নারীদেরও বেদমন্ত্র উচ্চারন করার দেওয়া হতে থাকে।

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার হ্রাস:- নারীরা সম্পত্তির অধিকার-সহ অধিকার হারায়, পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থা জোরদার হয়।

(ঙ) নারীকে গৃহকেন্দ্রিক করা:- নারীর ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে গৃহকর্ম, সন্তান পালন, স্বামীর সেবা প্রভৃতি।

(চ) অতীদাহ ও বিধবা বিবাহ:- প্রাক বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহের চল ছিল (নিয়োগ প্রথা), কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়, যদিও অতীদাহ প্রথা এই যুগেও বাধ্যতামূলক বা ব্যাপক ছিল না, তবে অর্থবেদে

এর কিছু প্রতীকী উল্লেখ পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে প্রথায় পরিনত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

■ তুলনামূলক বিশ্লেষন:- নারীদের এই মর্যাদা হ্রাসের পিছনে কিছু আর্থ-সামাজিক কারন ছিল:-

ক) কৃষিনির্ভরতা:- যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থির হয়ে চাষবাস শুরু হওয়ায় সেচ্ছাকৃতির গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং সম্পত্তিতে পুরুষতান্ত্রিক মালিকানা সুদৃঢ় হয়।

খ) বর্ণপ্রথা:- সমাজে চতুর্বর্ন প্রথা কঠোর হওয়ার ফলে নারীদের পবিত্রতা রক্ষার নামে ঘরের ভেতরে বন্দি করার প্রবনতা তৈরি হয়।

গ) যুদ্ধবিগ্রহ:- অনবরত দ্বন্দ্বের লড়াই বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার অজুহাতে তাদের চলাফেরায় নিয়ন্ত্রন আনা হয়।

ঘ) ব্যক্তিগত সম্পত্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি:- ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ওপর পুরুষদের আধিপত্য বাড়তে থাকে ও নারীদের ও সম্পত্তির ওপর গুরুত্ব ক্রমশ উপেক্ষিত হতে থাকে

ঙ) সামাজিক রক্ষনশীলতা বৃদ্ধি:- সামাজিক রক্ষনশীলতা বৃদ্ধি হওয়ায় নারীদের গুরুত্ব সমাজে ক্রমশ উপেক্ষিত হয় ও নারীরা নানান বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়।

Scanned with OKEN Scanner

⑥ পুরোহিত শ্রেনির আধিপত্য :- পুরোহিত অথবা ব্রাহ্মন শ্রেনির আধিপত্য বিকাশের ফলে নানা কুসংস্কার যুক্ত বিচার ধারনার বিকাশ ঘটে ও নারীদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত করা হয়।

□ উপসংহার :- পরিশেষে বলা যায়, ঋক বৈদিক যুগ ছিল ভারতীয় নারীদের ইতিহাসে অবশ্যই 'স্বর্নযুগ', তারা তখন কেবল গৃহিনী ছিলেন না, বরং ছিলেন দার্শনিক, কবি এবং যোদ্ধা। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্রাহ্মন্যবাদী কাঠামো এবং আমাত্যিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে নারীর অবস্থান গৌন হয়ে পড়ে। তবে এই অবনমন হঠাৎ করে হয়নি, বরং কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা হরন করা হয়েছে, যার প্রভাব ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থাতেও পরিলক্ষিত হয়।

এই পরিবর্তন প্রমান করে যে নারীর অবস্থান সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। বৈদিক যুগের এই রূপান্তর পরবর্তী ভারতীয় সমাজে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলেছিল।